Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.26-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার লোকচিত্রকলা সংরক্ষণে সংগ্রহশালার ভূমিকা

শিপ্রা ঘোষ
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ,(ইউ.আর.এস) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Folk painting is a traditional art form of Bengal. There are different forms of folk painting in Bengal such as Wall painting, Patchitra, Puthi and Patachitra, Sarachitra, Dashabatar Taasetc. However there is prevalence of all these paintings but at present it is on the verge of the extinction. Changes are taking place in rural areas and in the course of this changes various elements of traditional resources and culture are about to disappear. Many old Puthichitra and Patachitra are going to be ruined due to lack of preservation. So the museum is very important for the preservation of all these traditions. Some of these are notable museums- Indian Museum, Gurusaday Museum, Ashutosh Museum, Ananda Niketan Kirtishala, Jogesh Chandra Purakriti Bhawan, Bangyo Sahityo Parishad. The main purpose of the museum is to preserve the ancient tradition and culture of Bengal. Patchitra are preserved in almost all the museum. Puthi and Patachitra are preserved at the Jogesh Chandra Purakriti Bhavan in Bankura and Patchitra, Pata chitra, Chalchitra are preserved at Ananda Niketan bhavan in Bagnan,Howrah. Patchitra, Sara, Dashabatar taas are preserved in Bangyo Sahityo Parishad, Kolkata. Like these different forms of folk paintings are preserved in different museum. So just as museums are important as places of interest they are also important for education specially for research. In this article I will try to highlight the importance of the museum in preserving folk painting and identity of preserved folk paintings.

Keywords: Folk painting, Museum, Preservation, Wall painting

ভূমিকা:প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ও প্রর্দশনের প্রতিষ্ঠানই হল সংগ্রহশালা। গ্রীকভাষা 'মোভোইওভ'[১] থেকে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা শব্দের উৎপত্তি,যার অর্থ উৎসাহিত করা। সংগ্রহশালার উদ্দেশ্যই হল প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শনের সংগ্রহ এবং সেগুলি যথাযথ সংরক্ষণ করা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়াসে অনেক সংগ্রহশালাগড়ে উঠেছে। সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উপাদান, যেমন পুরাতাত্তিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও লোকসংস্কৃতিভিত্তিক ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান বিশেষত লোককারু ও চারু শিল্পকলা সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। লোকশিল্পকলার অন্তর্গত কাঠের মূর্তি বা পুতুল, মাটির পুতুল, কাঁসা, পিতলের দ্রব্যাদি, প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নানা উপকরণ ইত্যাদি যেমন সংরক্ষিত রয়েছে

তেমনি সংরক্ষিত রয়েছেবাংলার বহু ঐতিহ্যময় লোকচিত্রকলা। যেমন- পটচিত্র, হাতে লেখা পুঁথি, পুঁথির চিত্রিত পাটাচিত্র, চিত্রিত লক্ষী সরা, দশাবতার তাস প্রভৃতি। এই সমস্ত লোকচিত্রকলা আঙ্গিকগুলি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে অগ্রসরমান। অনেকের কাছেই পুরোনো পুঁথি, নকশী কাঁথা, পাটাচিত্র ইত্যাদি রয়েছে কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে। সেগুলি যদি তারা সংগ্রহশালায় দান করে তবে রক্ষিত হবে। সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের ফলে যেমন প্রদর্শনের সুযোগ ঘটেছে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত গবেষণার ক্ষেত্রেও সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহান ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসে ও যৌথ সংগঠনের উদ্দ্যোগে যদি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা না হতএবং বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করে ঐতিহ্যময় সম্পদগুলোকে সংগ্রহ না করতেন তাহলে বর্তমান প্রজন্ম এ সমস্ত দর্শন ও শিক্ষণ থেকে বঞ্চিতই থেকে যেত। সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে শিক্ষাক্ষেত্রে ও আমাদের সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার ভূমিকা অপরিসীম। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলার ঐতিহ্যময় লোকচিত্রকলার আঙ্গিকগুলির সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেছি।

লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের পরিচয়: লোকসংস্কৃতির অন্যান্য বিভিন্ন উপাদান যেমন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করা হয় তেমনি লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিক বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। লোকচিত্রকলার অন্তর্গত আঙ্গিকগুলি হল- দেওয়ালচিত্র, পটচিত্র, সরাচিত্র, পুঁথি ও পাটাচিত্র, দশাবতার তাস প্রভৃতি। এর মধ্যে দেওয়ালচিত্র ছাড়া বাকী সমস্ত লোকচিত্রকলার আঙ্গিক সংরক্ষণ করা আছে বিভিন্ন সংগ্রহশালায়। আর দশাবতার তাস ও পটচিত্র প্রায় সমস্ত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে।এছাড়া কোথাও পুঁথি ও পাটাচিত্র আবার কোন সংগ্রহশালায় লক্ষী সরাচিত্র সংরক্ষণ করা রয়েছে। পটচিত্র পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। পটুয়ারা পুর্বে পটের গান শুনিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত ফলে পটের প্রচলন অধিক ছিল কিন্তু বর্তমানে আর পট আঁকার প্রচলন তেমন দেখা যায় না, আর বর্তমানে যে পট আঁকা হয় সেগুলি পরিবর্তিত এবং বিষয়বস্তুর মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সংগ্রহশালায় যে সব পটচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলি প্রাচীন মহাকাব্য ও পুরাকীর্তিমূলক, অনেক প্রাচীন। এখনো অনেক জায়গায় প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। এই পুঁথির মাঝে মাঝে এবং পুঁথির ওপরের মলাটে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী চিত্র অঙ্কিত আছে। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এই পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে। সরাচিত্র হল মাটির সরার ওপর অঙ্কিত চিত্র। নদীয়া জেলার তাহেরপুর ছাড়া আর কোথাও সরাচিত্র অঙ্কনের প্রচলন নেই। দশাবতার তাস হল বাঁকুড়ার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যময় চিত্রকলা। বর্তমানে এই তাস প্রায় লুপ্ত। বাঁকুড়ার কয়েকটি ফৌজদার পরিবারই শুধুমাত্র দশাবতার তাস অঙ্কন করে। বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে, শিক্ষার প্রসারে ও আধুনিকীকরণের জন্য এই লোকশিল্পীদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের কালস্রোতে সমস্ত চিত্রকলা আঙ্গিকেই পরিবর্তন এসেছে এবং এগুলো ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বেষত্ব হারাবে বা লুপ্ত হয়ে যেতে পারে বলে আমার ধারাণা। তাই এই সমস্ত লোকচিত্রকলা আঙ্গিকগুলি সংগ্রহ ও যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ যদি এগুলো সংরক্ষিত না করা হয় তবে হয়ত পরবর্তী প্রজন্ম এই সমস্ত চিত্রকলা আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে না এবং দেখতে পাবে না। সুতরাং সংগ্রহশালাগুলি যে লোকসংস্কৃতি তথা লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের সংরক্ষণকরে চলেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা: বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গে বহু সংগ্রহশালা রয়েছে যেখানে লোকচিত্রকলার আঙ্গিকগুলির নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। বিভিন্ন জেলার গ্রামে-গঞ্জে অনেক ছোট বড় সংগ্রহশালার সন্ধান পাওয়া যায় তবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা হল- গুরুসদয় সংগ্রহশালা, আশুতোষ সংগ্রহশালা, যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা। এই সমস্ত সংগ্রহশালায় লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি সংরক্ষিত রয়েছে। নিম্নে এই সংগ্রহশালাগুলিতে সংরক্ষিত লোকচিত্রকলা আঙ্গিকগুলির বিবরণ দেওয়া হল:

১. গুরুসদয় সংগ্রহশালা:গুরুসদয় সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা হলেন গুরুসদয় দত্ত। তিনি একক প্রচেষ্টায় এই সংগ্রহশালা প্রতীষ্ঠা করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করেছেন। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে – আড়াইশোর বেশী জড়ানো পট, চারশোর বেশী কালীঘাট ও বীরভূমের পট। এছাড়া পনেরটি চিত্রিত পুঁথির পাটা এবং বেশ কিছু সংখ্যক চালচিত্র, শ-খানেক দশাবতার তাস সংরক্ষিত আছে।[২]

২. আশুতোষ সংগ্রহশালা:অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা হল আশুতোষ সংগ্রহশালা এটি ভারতের অমূল্য ঐতিহ্যময় উপাদানে সমৃদ্ধ। এই সংগ্রহশালায় লোকচিত্রকলার বহু আঙ্গিকও সংরক্ষণ করা আছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন পটচিত্র যেগুলি মূলত পৌরাণিক দেব-দেবীর আখ্যান নিয়ে রচিত। আর আছে কালীঘাটের পট এবং বহু চিত্রিত পুঁথির পাটা। এছাড়া রাজপুত, কাঙড়া মোগল, ওড়িশা রীতির চিত্রকলার নিদর্শন ও প্রদর্শিত হয়েছে।[৩]

৩. আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা: আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা একটি গ্রামীণ সংগ্রহশালা। এটি হাওড়া জেলার বাগনানে অবস্থিত। এই সংগ্রহশালাটি গ্রাম পুনর্গঠন ও সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর এখানে সংরক্ষিত নিদশনগুলি অধিকাংশই হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, রাঢ়ের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা। এই সংগ্রহশালায় দুধরনের পটচিত্র সংরক্ষিত আছে-১. জড়ানো পট ২. চৌক পট। জড়ানো পটগুলিতে বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বর্ণিত আছে। যেমন- রাবণবধ, বন্যার বিবরণ, রথযাত্রা দৃশ্য, নিরস্ত্রীকরণ, সাঁওতালদের জন্মলীলা, শ্বশুরজামাই খুন, চিতাবানী, গরুড়পুরাণ, সেতুবন্ধন, স্বাধীনতা, কৃষ্ণলীলা , মনোহর ফাঁসুরে প্রভৃতি।এই পটচিত্রগুলি মেদিনীপুর, হাওড়া ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। পটগুলি কোথায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলি কোন শিল্পীর আঁকা পাশে লেখা আছে। চৌকোপটের মধ্যে রয়েছে চক্ষুদান পট। বাংলার লোকচিত্রকলার উজ্জ্বল নিদর্শন দশাবতার তাস ও এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। দুটি পাটাচিত্র ও সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলি খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে অঙ্কিত এবং মেদিনীপুর থেকে সংগৃহীত। এই পাটাচিত্র দুটির অঙ্কিত বিষয় হল কৃষ্ণলীলা।

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা: পাটাচিত্র

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা: চালচিত্র

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা:জড়ানো পট

৪. আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন:এটি বাঁকুড়া জেলায় আবস্থিত একটি সংগ্রহশালা। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর তিনি সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরই প্রয়াসে প্রতীষ্ঠিত হয় এই সংগ্রহশালা এবং তাঁরই নাম অনুসারে নামকরণ করা হয় আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন। এই পুরাকীর্তিভবনের সংরক্ষিত উপাদানের মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন সময়কালের পুঁথি সংগ্রহ। পুথির মলাটেও চিত্রিত আছে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী। প্রায় ৫হাজারের ও বেশী পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। দর্শন, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বিষয়ক পুঁথি রয়েছে। বাংলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, বৈষনবকাব্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি বিষয়ক পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে।

যোগেশ চন্দ্র পুরাকীর্তিভবন: দশাবতার তাস

যোগেশ চন্দ্রপুরাকীর্তিভবন: পটচিত্র

যোগেশ চন্দ্র পুরাকীর্তিভবন:পাটাচিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সরাচিত্র

৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ:কলকাতায় অবস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শুধুমাত্র গ্রন্থাগার নয়, এখানে বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষার জন্য লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান সংরক্ষণ করা রয়েছে। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায়ও বহু হাতে লেখা তুলোট কাগজের পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে আর তার সঙ্গে রয়েছে পুঁথির চিত্রিত পাটা। অনেক পুঁথির পাটার উভয় পাশেই চিত্র অঙ্কন করা রয়েছে। এগুলির বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক কাহিনী। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা সরাচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের লক্ষীসরা রয়েছে। এগুলি বেশীরভাগ নদীয়া জেলার তাহেরপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা থেকে সংগৃহীত। অনেক পুরোনো পটচিত্র এবং বর্তমানে মেদিনীপুরের নয়া থেকে ও কিছু পটচিত্র সংগ্রহ করে রাখা আছে। এছাড়াও রয়েছে বাঁকুড়ার দশাবতার তাস। সংশালায় থাকা বিভিন্ন উপাদানের ছবি তোলা গেলেও পুঁথি চিত্রের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৬. লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা: নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগে এই সংগ্রহশালাটি রয়েছে। এখানেও বেশকিছু লোকসংস্কৃতির উপাদান সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি পটচিত্র। কালীঘাটের পট, সাহেবীপট সংরক্ষিত আছে। এছাড়া জড়ানোপটও আছে যার বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণলীলা এবং রামায়ণের কাহিনী দৃশ্য।

৭. ভারতীয় যাদুঘর: ভারতীয় সংগ্রহশালা একটি জনপ্রিয় সংগ্রহশালা। এটি দর্শনীয় স্থান হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় অবস্থিত এই সংগ্রহশালা ১৮১৪খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গরূপ পায়। সেদিনের এই ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আজকে জাতীয় সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে এবং তা আধুনিককালে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মিউজিয়াম প্রতীষ্ঠায় সহায়ক হয়ে উঠেছে। এখানে কলা, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং শিল্প বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ করা আছে। এখানে প্রদর্শিত এই সমস্ত বিষয়গুলি যে কতটা আকর্ষণীয় তা দর্শনার্থীদের ভীড় দেখলেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে স্থাপত্য ভাস্কর্যের সংগ্রহ প্রচুর। এখানে মুঘল, ইন্দো পারসীয়ান, রাজস্থানী, দক্ষিণী চিত্রকলা এবং বাংলার চিত্রশৈলীর বিবরণ ও মিনিয়েচার সংরক্ষির আছে। এছাড়া পাটাচিত্র, বিংশ শতাব্দীর কিছু ওয়েল পেইন্টিং সংরক্ষিত আছে।

পর্যালোচনা:বাংলার লোকচিত্রকলা সংরক্ষণে সংগ্রহশালার ভূমিকা পর্যালোচনা সূত্রে যে সমস্ত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল:

১. সংগ্রহশালার মাধ্যমে ঐতিহ্যময় লোকউপাদান তথা লোকচিত্রকলার উপাদান বিজ্ঞান সম্মতভাবে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

২. সংগ্রহশালার মাধ্যমে লোকচিত্রকলা সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে।

৩. আঞ্চলিক ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন লোকচিত্রকলার শৈলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৪. সংগ্রহশালায় লোকচিত্রকলার উপাদান উপকরণ সংরক্ষণের মাধ্যমে অতীতের ঐতিহ্য যেমন সংরক্ষণকরা হচ্ছে তেমনি চর্চা করাও সম্ভব হচ্ছে।

৫. সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে লোকচিত্রকলা আঙ্গিকগুলিও। সংগ্রহশালার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারার সাথে এই পরিবর্তন ও নজরে আসে।

৬. সংগ্রহশালায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই সংগ্রহশালা।

৭. জনশিক্ষা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে।

৮. লোকশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও এই সংগ্রহশালা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করে।

৯.দর্শকদের শ্রুতিদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে ফলে সাধারণ মানুষের কাছে খুব সহজেই তথ্যটি মনে রাখা সম্ভব হয়। আর এই শ্রুতিদর্শনমূলক শিক্ষা সহযোগে দেশের জনসাধারণকে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করানোর একমাত্র পন্থা।

সুতরাং লোকচিত্রকলার উপাদান সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সংগ্রহশালাগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন জেলায় এখনো অনেক ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতির উপাদান রয়েছে সেগুলি সংরক্ষন করা প্রয়োজন। সরকারী পক্ষ থেকে সংগ্রহশালাগুলির উন্নয়নের জন্য অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীন এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বা ব্লক সংগঠনের পক্ষ থেকে সহায়তার প্রয়োজন এবং আরো বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সেটি হল চার্ট, মডেল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সম্যক ধারণা জন্মায়। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। এছাড়া এগুলি শুধু বাংলা ভাষায় না করে ইংলিশ ও বাংলা উভয় ভাষায় করতে হবে যাতে বিদেশী পর্যটকদের বুঝতে সুবিধা হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে সংগ্রহশালা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে সেইপ্রসঙ্গে প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন-"... The museum may be regarded, first as an adjunct to the class room and the lecture room, secondly, as a bureau of information and thirdly, as an institution for the culture of the people"।[৪]

উপসংহার: বিশ্বব্যাপী লোকসংস্কৃতি চর্চায় সংগ্রহশালার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। লোকসংস্কৃতিচর্চার একটি মাধ্যমই হল সংগ্রহশালা। বর্তমানে অনেক ঐতিহ্যময় আঙ্গিক লুপ্তপ্রায় সেগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ বা প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ পাওয়া যায় এই সংগ্রহশালার মাধ্যমে। বড় বড় উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার গ্রামে-গঞ্জে আরো অনেক সংগ্রহশালা রয়েছে যেগুলির কোনো গ্রন্থে আলোচনা নেই। সংগ্রহশালাগুলি ঐতিহ্যময় উপাদান সংরক্ষণে ও লোকশিক্ষার প্রসারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে তেমনি দর্শকের চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবেও গড়ে উঠেছে। উপরে আলোচিত এই সংগ্রহশালাগুলিতেই আধিকাংশ লোকচিত্রকলা আঙ্গিক সংরক্ষিত আছে। তবে এছাড়াও আরো অনেক সংগ্রহশালা আছে তবে আর্থিক কারণে হয়তো সব সংগ্রহশালার অবথা ভালো নয়। সর্বোপরি বলা যায় সংগ্রহশালার উদ্দ্যেশ্য হল শ্রুতি ও দর্শনের সাহায্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। যদি কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন তবে সাংস্কৃতিক চেতনা ও প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে বোধ জাগরিত হবে জনসাধারণের মনে। বর্তমান সময়ে যে কোন সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই সংগ্রহশালার গুরুত্ব ও অবদান অস্বীকার করতে পারবেন না।

তথ্যসূত্রঃ

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.),*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*,কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫, পৃ. ৫৫৮।

২. সাঁতরা,তারাপদ, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চিন্তাঃ বাংলার সংগ্রহশালা,* হাওড়া, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা ২০০২, পৃ. ১২।

৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃ. ২১।

৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃ. ১৪৬।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাঃ), *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়,* কলকাতা:লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি, ১৯৯৯।

ঘোষ, নির্ম্মলকুমার. *ভারতশিল্প,* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৩।

ঘোষ, প্রদ্যোৎ, *বাংলার লোকশিল্প,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,*কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *লোকজশিল্প,* কলকাতা:পারুল প্রকাশনী, ২০১১।

চৌধুরী, দুলাল(সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*(সম্পা.), কলকাতা:আকাদেমি অব ফোকলোর,২০০৪।

দাস, অশোক কুমার, *বাংলার চিত্রকলা: পুথিচিত্র, পাটাচিত্র, চালচিত্র, সরা, দশাবতার তাস,* পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭২।

মল্লিক, শ্রী শ্রীহর্ষ, *প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪।

সাঁতরা,তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* কলকাতা:লোকসংস্কৃতিআদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০০।

সাঁতরা,তারাপদ, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চিন্তাঃ বাংলার সংগ্রহশালা,* হাওড়া, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, ২০০২।

প্রদর্শিত সংগ্রহশালাঃ

আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, বাগনান, হাওড়া।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা।

লোকসংস্কৃতি বিভাগ মিউজিয়াম, কল্যানী নদীয়া।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।